সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫১
WEEKLY BOOKLET: 351

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত "নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশের নামকরণ

জাহান্নাম কি?

দুনিয়ার ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল ০২
পরিবারবর্গদের আযাব থেকে কিভাবে বাঁচাবে? ০৮
জিব্রাঈলের সামনে জাহান্নামের ভয়ানক কাহিনী ১০
পেন্সিল চুরি থেকে ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত ২১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত"র ৫৬৬-৫৮৪ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে

জাহান্নাম কি?

আত্তারের দোয়া: হে মোস্তফার প্রতিপালক! যে এই **"জাহান্নাম কি?"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো আর তাকে ও তার বাবা-মা সহ জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া ব্যাতিত আর কোন ছায়া থাকবে না। তিন ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের পেরেশানি দূর করে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী ।

(আল বুদুরুস সাফিরা, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ফ্যাশন-পূজারীরাই কি সম্মানিত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে ভাবনার বিষয়! বর্তমানে কি দুনিয়াকে "অনেক বড় কিছু" মনে করা হচ্ছে না? বর্তমানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের কি অন্তর থেকে ইসলামের সত্যিকারের ভাবমুর্তি বের হয়ে যাচ্ছে না? নেকীর দাওয়াত দেয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা কি বর্জন করা হচ্ছে না? পরস্পরের মাঝে গালাগালি কি জোরেশোরে বৃদ্ধি পায়নি? শতকোটি আফসোস! বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের জীবন ধারনের ধরন এটাই জানাচ্ছে যে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, শরীয়াত ও সুন্নাত থেকে مَعَاذَ الله মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে, সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং ইংরেজী ফ্যাশনের আসক্তি অবশেষে এই সমাজকে যে কোথায় নিয়ে যাবে!

দুনিয়ার ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুঁশে ফিরে আসুন ও মৃত্যুর পূর্বেই পরিশুদ্ধ হয়ে যান! বিশ্বাস করুন! এই সকল অধঃপতন দুনিয়ার ভালবাসাই ডেকে এনেছে, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার কারণে আজ মানুষ সুন্নাত থেকে দূরে সরে গেছে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُبُّ الدُّنْيَا رَاْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল। **(মাউসুআ'তু ইমামি ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৫/২২, হাদীস: ৯)** শতকোটি আফসোস! জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জনের জন্য নগন্য ঘরোয়া আরাম-আয়েশ ছেড়ে শুধুমাত্র ক'দিনের জন্যও সুন্নাত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে সফর করার জন্য আজ আমরা প্রস্তুত হই না, অথচ নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য নিজের পরিবার

www.dawateislami.net

থেকে বছরের পর বছরের জন্য হাজার মাইল দূরে যাওয়ার জন্য মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে যায়। মুসলমানের ধর্মীয় অধঃপতন ও অমুসলিমের তাদের উপর আগ্রাসন, মসজিদসমূহের শূন্যতা, সিনেমা হল এবং বিনোদন কেন্দ্রসমূহের পূর্ণতা, ইংরেজী সংস্কৃতির আসক্তি, পশ্চিমা ফ্যাশনের জয়জয়কার, সিনেমা নাটক দেখার জন্য ঘরে ঘরে টিভি, ক্যাবল সিষ্টেম, ইন্টারনেট ও ভিসিআর, চারিদিকে গুনাহের ছড়াছড়ি এবং মুসলমানদের অধিকাংশেরই চারিত্রিক অবনতি, এসব কিছু কি আমাদের চিৎকার করে করে ভাবনার দাওয়াত দিচ্ছে না যে, "আমাদের নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য মাদানী কাফেলায় অবশ্যই অবশ্যই মুসাফির হওয়া উচিৎ। আজ আমাদের পক্ষে জীবনে একবার একত্রে ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে ৩০ দিন এবং সারা জীবন প্রতি মাসে ৩টি দিনের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা খুবই কঠিন অনুভব হয়। ভাবুন তো! যদি আমাদের মধ্যে সবাই নিজের অপারগতায় ফেঁসে যাই, তবে কে এই মাদানী কাফেলায় সফর করবে? কে সারা দুনিয়ার মানুষের নিকট নেকীর দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিবে? রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের কল্যাণ কামনা কে করবে? কে অধঃপতনের গভীর খাদে তলিয়ে যাওয়া নির্বোধ মুসলমানদের সুন্নাতের উপর চলার মানসিকতা দিবে? কে তাদেরকে এই মাদানী উদ্দেশ্য গ্রহণ করার উৎসাহ দিবে যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله" হায়! সকল ইসলামী ভাইয়েরা এই নিয়্যত করে নিন যে, জীবনে একবার একত্রে ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে একত্রে ৩০ দিন এবং সারা জীবন প্রতি মাসে ৩দিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে দা'ওয়াতে

www.dawateislami.net

ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করবো اِنْ شَآءَ الله। মাদানী কাফেলার বরকত লাভের জন্য একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন:

ঘৃণারপাত্র, প্রিয়পাত্র কিভাবে হলো?

লাসি গোঠের (বাবুল মদীনা) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: আমি অত্যন্ত বিপথগামী মানুষ ছিলাম, সিনেমা নাটকের আসক্ত হওয়ার পাশাপাশি ভবঘুরে ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব ও গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সাথে ঘুরে বেড়ানো আমার দৈনন্দিন কাজ ছিলো। আমার খারাপ আচরণের কারণে শুধু পুরো বংশের লোকেরা নয় বরং আমার নিজের পিতাও আমাকে ভয় পেতো, ঘরে আমার আগমনে আতঙ্ক বিরাজ করতো। এমনকি অপরকে আমার সাহচর্যের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য বলতো। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, আব্বা আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার জন্য মনস্থির করে নিয়েছিলো। আমার গুনাহে ভরা পড়ন্ত বিকেলে বসন্তের ভোরের বাতাস কিছুটা এভাবে লাগলো যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগ প্রবল ভালোবাসা সহকারে একক প্রচেষ্টা করে আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে দেশের প্রসিদ্ধ শহর কোয়েটায় প্রাদেশিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত দুইদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আমি বিষয়টি আব্বার অনুমতির উপর ছেড়ে দিলাম। নেকীর দাওয়াতের প্রেরণায় সমৃদ্ধ আশিকে রাসূল ইসলামী ভাই আমার এই সিদ্ধান্ত শুনে খুশি হয়ে গেলো যে, আমার আব্বা প্রথম থেকেই দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশকে খুবই পছন্দ করতেন। সুযোগ পেতেই সেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ আব্বাজানকে একক প্রচেষ্টা করে আমার ইজতিমায় অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন। আব্বা

www.dawateislami.net

আমার সংশোধনের মাধ্যম মনে করে খরচাপাতি সহ ইজতিমায় যাওয়ার জন্য সানন্দে অনুমতি দিয়ে দিলেন। নির্দিষ্ট তারিখে আশিকে রাসূলের সাথে ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য নসীব হলো। ইজতিমায় হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান, আল্লাহর যিকির এবং ভাবগাম্ভির্যময় দোয়া আমার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত পেলে আমি সাথেসাথেই আশিকানে রাসূলের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাহচর্য ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ আমার মতো গুনাহগারের হৃদয়ে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিলো। গুনাহ থেকে তাওবা করার উপহার ও সুন্নাতে ভরা মাদানী পোষাকের অনুপ্রেরণা পেলাম, পিতামাতার হক নষ্ট করার জন্য ক্ষমা চাওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হলো, চেহারায় সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ দাঁড়ি শরীফ ও মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানোর নিয়্যত করলাম। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে ঘরে প্রবেশ করতেই আব্বার পায়ে লুটিয়ে পড়লাম এবং তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইলাম। এভাবেই আমার মতো গুনাহগার এবং ব্যর্থদের সর্দার সুন্নাতের মাদানী ফুল ছড়ানোর কাজে মশগুল হয়ে গেলাম। কাল পর্যন্ত যেই আত্মীয়-স্বজন আমাকে দেখে ভীত হতো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন তারাই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরছে। কাল পর্যন্ত আমি বংশে সবচেয়ে "ঘৃণার পাত্র" ছিলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে আজ তাদের কাছে "প্রিয় পাত্র" হয়ে গেলাম।

জব তক বিকে না থে কোয়ী পুছতা না থা
তুম নে খরিদ কর মুঝে আনমোল করদিয়া!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পরিবারের সদস্যদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকানে রাসূলের একক প্রচেষ্টা সফল হলো এবং সমাজের এক ক্ষতের ন্যায় "ঘৃণ্য" মানুষ সকলের চোখের মণি ও "প্রিয়" মুসলমান হয়ে গেলো। আমরা সবাই যদি সকল মেলামেশাকারীকে নামাযের কথা বলি, সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিই এবং মাদানী কাফেলায় সফরের উৎসাহ দিতে থাকি, তবে দেখতে দেখতেই সমাজে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাবে! বিশেষকরে নিজের পরিবারকেও নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচানো উচিৎ। যেমনিভাবে হযরত যায়েদ বিন আসলাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করেন:

قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا

(পারা ২৮, সূরা আত তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো।

সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা আমাদের পরিবারকে কিভাবে আগুন থেকে বাঁচাবো? প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাদেরকে ঐ সকল কাজ করার আদেশ দাও, যা আল্লাহ পাকের পছন্দ এবং ঐ সকল কাজ থেকে নিষেধ করো, যা আল্লাহ পাকের অপছন্দ। **(তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮/২২৫)**

www.dawateislami.net

খোদাভীতির ঈমান সতেজকারী ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২৮তম পারা সূরা তাহরীমের ৬ নম্বর আয়াতের যেই অংশ তিলাওয়াত করেছেন, এর তাফসীরের পূর্বে একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনুন। যেমনটি; দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল" ২য় খন্ডের ৮৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: যখন আল্লাহ পাক প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ করলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(পারা ২৮, সূরা আত তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ আর পাথর।

তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সামনে তিলাওয়াত করলেন, তখন এক যুবক বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার বুকে নিজের হাত মোবারক রাখলেন তখন সে নড়াচড়া করতে লাগলো। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে যুবক! لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله বলো।" সে বললো তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মাঝ থেকেও কি? (অর্থাৎ আমাদের মধ্য থেকে অন্য কারো এরূপ হয়ে

www.dawateislami.net

গেলে তবে?) নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা কি আল্লাহ পাকের এই বাণীটি শুনোনি:

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْدِ ﴿۱۴﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এটা তারই জন্য, যে, আমার সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং আমি যেই শাস্তির নির্দেশ শুনিয়েছি সেটারও ভয় রাখে।

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৩/৯৩, হাদীস: ৩৩৯। আযযাওয়াজির, ২/৪৭১)

আযাব থেকে কিভাবে বাঁচাবে?

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাযায়িনুল ইরফানে এই আয়াতে মোবরাকা يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا এর আলোকে বলেন: "আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য স্বীকার করে, ইবাদত করে, গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং পরিবারকে নেকীর নির্দেশনা ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে আর তাদেরকে ইলম ও আদব শিক্ষা দেয়।" (হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজের পরিবারকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও)

পরিবারকে নেকীর ব্যাপারে বলো

হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলিউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: নিজেও কল্যাণের বিষয়ে শিখো আর নিজের পরিবারকেও নেকীর বিষয় ও আদব শিখাও।

(জামউ'ল জাওয়ামে' লিস সুয়ূতী, ১৩/২৪৪, হাদীস: ৬৭৭৬)

www.dawateislami.net

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সংশোধনের ব্যাপারে আ'লা হযরতের ফতোয়া

ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা ২৪তম খন্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠা থেকে একটি তথ্যবহুল ফতোয়া সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি, ফতোয়াটি লক্ষ্য করুন: প্রশ্ন: প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে নেকীর দাওয়াত দেয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা পিতামাতার উপর ফরয নাকি ওয়াজিব? উত্তর: যেই কাজের যে শরয়ী মর্যাদা রয়েছে পিতামাতার জন্য সংশোধনের ব্যাপারে শরয়ীভাবে তেমনি নির্দেশ রয়েছে, অর্থাৎ ফরয কাজে ফরয, ওয়াজিব কাজে ওয়াজিব, সুন্নাত কাজে সুন্নাত, মুস্তাহাব কাজে মুস্তাহাব, কিন্তু শর্ত হলো যে, ক্ষমতা সাপেক্ষে, মঙ্গল কামনার্থে (অর্থাৎ নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সংশোধনের কথা বলবে, যদি উপকারের আশা থাকে) অন্যথায় (কুরআনের নির্দেশ স্পষ্ট যে,):

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা নিজেদেরই চিন্তা-ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ঐ ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৪/৩৭০)

জাহান্নামের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজের ও পরিবারের সংশোধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে নিজেকে ও তাদেরকে জাহান্নামের অন্ধকার ও ভীতিকর কালো আগুন থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিৎ। আল্লাহর শপথ! জাহান্নামের আগুন খুবই

www.dawateislami.net

ভয়াবহ, তা কোনভাবেই কেউ সহ্য করতে পারবে না। ফরয নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব পালনে অলসতা প্রদর্শনকারী, পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারী, নিজের সন্তানের শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী শিক্ষা না দেয়া ব্যক্তিরা, নিজের পুত্রকে দাড়ি রাখতে বাধা প্রদানকারী এবং নিজেও দাড়ি মুন্ডনকারী, দাড়িকে এক মুষ্ঠির চেয়ে ছোটকারী, মিশ্রিত পণ্য ধোকাবাজির মাধ্যমে গ্রাহককে প্রদানকারী, মিথ্যা বলে পণ্য চালানো ব্যক্তিরা, চোর, ডাকাত, পকেটমার, টিভি, ভিসিআর ও ইন্টারনেটে সিনেমা নাটকের দর্শকেরা, গান-বাজনা শ্রবনকারী, নিজের পরিবারকে এসবের সুযোগ প্রদানকারী, নিজের ঘরে সিনেমা দেখার জন্য ডিস এন্টেনা সংযোগকারী, মানুষকে সিনেমার লিড ও কেবল প্রদানকারী! আর বিভিন্ন ভাবে গুনাহের পথ সুগমকারীদের জন্য চিন্তার বিষয়। বিশ্বাস করুন! জাহান্নামের অন্ধকারে ডুবে থাকা কালো আগুন সহ্য করা যাবে না। তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর ধরে জ্বালানো হয়েছে, এক পর্যায়ে তা লাল হয়ে গেলো, পুনরায় হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হলো, এক পর্যায়ে তা সাদা হয়ে গেলো, আবারো হাজার বছর পোড়ানো হলো, এক পর্যায়ে তা কালো হয়ে গেলো, অতএব (এখন) তা একেবারে কালো। **(সুনানে তিরমিযী, ৪/২৬৬, হাদীস: ২৬০০)**

জিব্রাঈলের ভাষায় জাহান্নামের ভয়ানক কাহিনী

আল্লাহর শপথ! জাহান্নামের আযাব কেউ সহ্য করতে পারবে না। হযরত ইমাম হাফেয আবুল কাসিম সোলায়মান তাবারানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উদ্ধৃতি করেন: একবার রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত দরবারে

www.dawateislami.net

হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি জাহান্নামকে সুঁইয়ের ডগা পরিমাণ খুলে দেয়া হয়, তবে পুরো দুনিয়াবাসী সেই গরমে ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি জাহান্নামীদের একটি কাপড় জমিন ও আসমানের মাঝখানে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তবে সকল দুনিয়াবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হবে। হে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি জাহান্নামে নিযুক্ত ফিরিশতাদের মধ্য থেকে একজন ফিরিশতা দুনিয়াবাসীদের সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়, তবে তার আতঙ্কে সকল দুনিয়াবাসী মারা যাবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, জাহান্নামের শিকলের একটি কড়া যার আলোচনা কুরআনে করীমে করা হয়েছে, যদি তা দুনিয়ার পাহাড়ের উপর রেখে দেয়া হয়, তবে তা ধূলিস্যাত হয়ে যাবে এবং تَحتَ الثَّرٰی (অর্থাৎ সাত জমিনের নিচে) গিয়ে পৌঁছাবে। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)! ব্যস, এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট, এমন যেনো না হয় যে, আমার অন্তর ফেঁটে যাবে আর আমি ওফাত গ্রহণ করি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অবলোকন করলেন যে, কান্না করছেন। ইরশাদ করলেন: হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)! তুমি কেনো কাঁদছো? আল্লাহ পাকের দরবারে তো তোমার একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কেনইবা কাঁদবো না, এমন যেনো না হয় যে, আল্লাহ পাকের জ্ঞানে বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তে আমার অন্য কোন অবস্থা হয়ে যায়, যদি

www.dawateislami.net

ইবলিশের মতো আমাকেও পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়। যদি হারূত ও মারূতের মতো আমাকেও পরীক্ষার শিকার হতে হয়।

বর্ণনাকারী বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও কাঁদতে লাগলেন, হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)ও কান্না করতে লাগলো। উভয়ে কাঁদতে রইলেন, অবশেষে আওয়াজ এলো: "হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)! হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আল্লাহ পাক আপনাদের উভয়কে তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিরাপদ করে নিয়েছেন।" হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আসমানের দিকে উঠে গেলেন। প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। কিছু আনসার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পাশ দিয়ে গমন করলেন যাঁরা হাসছিলেন এবং খেলছিলেন। ইরশাদ করলেন: "তোমরা হাসছো আর তোমাদের পেছনে রয়েছে জাহান্নাম, যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে এবং তোমরা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিতে ও পাহাড়ের দিকে চলে যেতে, অনেক কষ্ট সহ্য করে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে।" আওয়াজ এলো: হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার বান্দাকে নিরাশ করবেন না, আমি আপনাকে সুসংবাদ দাতা রূপে প্রেরণ করেছি আর সংকীর্ণ করার জন্য প্রেরণ করিনি। ব্যস রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সরল পথে চলো ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ২/৭৮, হাদীস: ২৫৮৩)

আফসোস! আমাদের অন্তর কাঁপে না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাসুম (অর্থাৎ নিষ্পাপ) বরং সায়্যিদুল মাসুমীন (অর্থাৎ নিষ্পাপদেরও

www.dawateislami.net

সর্দার) হয়েও এবং হযরত জিব্রাঈলে আমীন (عَلَيْهِ السَّلَام)ও মাসুম এবং মাসুম ফিরিশতাদের সর্দার হওয়ার পরও জাহান্নামের আযাবের আলোচনায় খোদাভীতিতে কান্নাকাটি করেন। আর অপর দিকে আমরা, গুনাহের পর গুনাহ করেই চলেছি কিন্তু জাহান্নামের ভয়ানক আলোচনা শুনে না অন্তর কাঁপে আর না আমাদের কলিজা কাঁপে এবং না চোখের পলক ভিজে। আফসোস! জাহান্নামের আযাবের ভয়ানক বর্ণনা শুনেও না আছে আমাদের কোন পরিবর্তন না উৎকণ্ঠা, না আছে শঙ্কা না লজ্জাবোধ।

নাদামাত সে গুনাহোঁ কা ইযালা কুস তো হো জাতা
হামে রুনা ভি তো আতা নেহী হায় নাদামাত সে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাতের একাকীত্বে আয়াত শুনে ওফাত

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن অবস্থা এমন ছিলো যে, জাহান্নামের আলোচনা শুনে বা জাহান্নামের আযাবের বর্ণনা সম্বলিত কুরআনি আয়াত শুনে বেহুঁশ হয়ে যেতেন, বরং অনেকের তো প্রাণ চলে যেতো। যেমনিভাবে হযরত মনছুর বিন আমামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি হজ্বের সফরের সময় কুফার একটি গলিতে অবস্থান করছিলাম। অন্ধকার রাতে কোন এক প্রয়োজনে বের হলাম, একটি ঘরের ভেতর থেকে ভাবাবেগপূর্ণ মুনাজাতের কিছু এরূপ আওয়াজ শুনলাম: হে আমার প্রতিপালক! তোমার সম্মান ও তোমার মর্যাদার শপথ! আমি আমার গুনাহে তোমার অবাধ্যতার নিয়্যত করিনি, তবে এটা অবশ্যই যে, গুনাহ করার সময় তোমার কথা ভূলেও যাইনি, ব্যস আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে এবং

www.dawateislami.net

আমার প্রতি তোমার শিথিলতাজনিত গোপনিয়তা আমাকে গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে আর আমার দূর্ভাগ্য আমাকে গুনাহে সাহায্য করেছে এবং আমি আমার মূর্খতার কারণে গুনাহে লিপ্ত হয়েছি। এবার আমি তোমার দয়ার প্রতি আশা রাখি যে, তুমি আমার অপারগতা কবুল করে নিবে। এখন যদি তুমি আমার অপারগতা কবুল না করো আর আমার প্রতি দয়া না করো, তবে হায় আযাবে আমার বেদনার সীমা থাকবে না! যখন সে চুপ হয়ে গেলো, তখন আমি ২৮তম পারা সূরা তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াতে করীমা পাঠ করলাম:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۶﴾

(পারা ২৮, সূরা আত তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ আর পাথর। যার উপর নিয়োজিত রয়েছে কঠোর নির্মম ফিরিশতাগণ, যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের উপর আদেশ হয় তা-ই করে।

আয়াতে মোবারাকা পাঠ করার পর আমি একটি প্রকট চিৎকার ও কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম এবং এরপর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো আর কোন ধরনের নড়াচড়ার আওয়াজ অনুভব করলাম না। অতঃপর আমি আমার কাজ সেরে আমার বাসস্থানে ফিরে এলাম। যখন আমি সকালে সেদিকে গেলাম, তখন শোকার্ত মানুষের ঢল ছিলো আর কান্নার আওয়াজ আসছিলো, এমন সময় এক অতিশয় বৃদ্ধাকে দেখলাম, যে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলো: আল্লাহ আমার সন্তানের হত্যাকারীকে প্রতিদান না দিক, কেননা

www.dawateislami.net

সে আমার সন্তানের নিকট আল্লাহর আযাবের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করেছে, যার প্রভাব সহ্য করতে না পেরে সে খোদাভীতির কারণে পড়ে গেছে আর মারা গিয়েছে। হযরত মনছুর বিন আমামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সে রাতে আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে আমাকে বলছিলো: "আমি সেই ব্যক্তি, যে আপনার মুখে সূরা তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াতে করীমার তিলাওয়াত শুনে খোদাভীতির কারণে মারা গিয়েছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরন করেছেন? সে উত্তর দিলো: আল্লাহ পাক আমার সাথে তেমনই আচরন করেছেন, যা বদরের শহীদদের সাথে করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কি কারণে? সে বললো: এ কারণেই যে, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে কাফেরের তরবারী দ্বারা শহীদ করেছেন আর আমাকে তাঁর প্রেমের তরবারী দ্বারা। **(মাওয়ায়ি'জে হাসানাহ, ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠা)**

খোদায়া তেরে খওফ কা হোঁ মে সায়িল, সদা দিল রাহে তেরী উলফত মে ঘাইল
গুনাহোঁ সে হার আন ডরতা রাহোঁ মে, ফকত নেক হি কাম করতা রাহো মে
তু কর দরগুজার মুঝকো হার মুছিবত সে, নওয়ায এয় খোদায়ে করীম মাগফিরাত সে

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরিবারকেও নেকীর দাওয়াত দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ পাকের প্রতি ভীতিপ্রদর্শনকারী ভয়কারীদেরও কিরূপ শান হয়ে থাকে! যেই আয়াতে করীমা শুনে খোদাভীতি সম্পন্ন বান্দাটি প্রাণ দিয়ে দিয়েছিলো,

www.dawateislami.net

তাতে নিজের পাশাপাশি পরিবারকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকেরই উচিত, নিজেও নেকী করা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং পরিবার পরিজনকেও সংশোধন করতে থাকা। হযরত আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইলকিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী উদ্ধৃত করেন: আমাদের উপর ফরয হলো যে, নিজের সন্তান ও নিজের পরিবারকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া, কল্যাণের বিষয় শিখানো এবং ঐসকল আদব ও দক্ষতার শিক্ষা দেয়া, যেগুলো ছাড়া উপায়ই নেই।

(তাফসীরে কুরতুবী, ৯/১৪৮)

সন্তানকে সর্বপ্রথম দ্বীন শিখান

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সর্বপ্রথম সন্তানকে কুরআনে মজীদ শিক্ষা দিন ও দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদী শিখান, নামায, রোযা, পবিত্রতা, বেচাকেনা, চুক্তি (অর্থাৎ বেচাকেনা এবং পারিশ্রমিক ইত্যাদির লেনদেন) ও অন্যান্য বিষয়ের মাসআলা যা দৈনন্দিন প্রয়োজন হয় আর জানা না থাকাবস্থায় শরীয়াত বিরোধী কাজ করার অপরাধে লিপ্ত হয়, তা শিক্ষা দিন। যদি দেখেন, সন্তানের জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ রয়েছে ও মেধাবী, তবে ইলমে দ্বীনের খেদমদের চেয়ে বড় আর কি কাজ হতে পারে আর যদি সামর্থ্য না থাকে তবে সহীহ আকীদা ও জরুরী মাসায়িল শিখানোর পর যে কোন জায়িয কাজে লাগানোর স্বাধীনতা রয়েছে। **(বাহারে শরীয়াত, ২/২৫৬)** কন্যা সন্তানকেও আকীদা ও জরুরী মাসআলা শিখানোর পর কোন মহিলাকে দিয়ে সেলাই, বুটিক-বাটিক ইত্যাদি এমন কাজ শিখান, যা মহিলাদের প্রায় প্রয়োজন হয় এবং রান্না ও অন্যান্য ঘরোয়া কাজে তাকে

www.dawateislami.net

শিষ্টাচারী করার চেষ্টা করুন, কেননা শিষ্টাচারী মেয়ে যেভাবে সুন্দর জীবন অতিবাহিত করতে পারে তা অশিষ্টাচারী পারে না।

(প্রাগুক্ত, ২৫৭ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুখতার, ৫/২৮৯)

সন্তানকে দানশীলতা ও উদারতার শিক্ষা দেয়া ওয়াজিব

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড" এর ৬৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে; ইমাম আবু মনছুর মাতুরিদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মু'মিনের উপর তার সন্তানকে দানশীলতা ও উদারতার শিক্ষা দেয়া তেমনই ওয়াজিব, যেমন তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) ও ঈমানের শিক্ষা দেয়া ওয়াজিব, কেননা দানশীলতা ও উদারতা দ্বারা দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হয় আর দুনিয়ার ভালবাসাই হলো সকল গুনাহের মূল। **(দুররে মুখতার, ৮/৫৬৮)**

নিঃসন্তান যখন সন্তান পেলো!

কথিত আছে: এক ধনী ব্যক্তির সন্তান ছিলো না, সে এজন্য অনেক চেষ্টা-তদবীর করেছে, কিন্তু সফল হয়নি, কেউ পরামর্শ দিলো, মক্কা মুকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا গিয়ে মসজিদে হারাম শরীফের ভেতর মকামে ইব্রাহীম এর নিকট দোয়া করো اِنْ شَآءَ الله আপনার কাজ হয়ে যাবে। সে এমনই করলো আর আল্লাহ পাক তাকে চাঁদের মতো একটি পুত্র সন্তান দিলেন। সে খুবই আদর যত্নে তার লালন-পালন করলো, একমাত্র সন্তান প্রয়োজনের অধিক আদর পেলো এবং সঠিক শিক্ষা দেয়া হলো না, যার কারণে সে বখাটে ও অপব্যয়ী হয়ে গেলো। পিতা অনেক দেরীতেই বুঝতে পারলো, সে তার বিগড়ে যাওয়া ছেলেকে টাকা দেয়া বন্ধ করে দিলো,

www.dawateislami.net

এতে সে তার পিতার অবাধ্য হয়ে গেলো এবং যেখানে তার পিতা সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলো, যার এই ফলাফল ছিলো, সেখানেই অর্থাৎ মক্কা মুকাররমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا উপস্থিত হয়ে মকামে ইব্রাহীম এর নিকট এই অযোগ্য পুত্র তার পিতার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে লাগলো, যাতে পিতার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত সম্পদ তার হাতে এসে যায়।

সন্তান প্রত্যাশীদের প্রতি নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেসব লোক নিঃসন্তানের বেদনায় কাঁদে! তাদের জন্য এই ঘটনায় শিক্ষাই শিক্ষা রয়েছে, আল্লাহ পাকের নিকট শুধু "সন্তানে"র জন্য নয় সুস্থ সন্তানের জন্য দোয়া করা উচিৎ, অন্যথায় এমন যেনো না হয় যে, সন্তান তো হলো কিন্তু খুবই অসুস্থ হলো বা বিকলাঙ্গ হলো কিংবা অপারেশনের মাধ্যমে হলো অথবা আসতেই নিজের মায়ের মৃত্যুর কারণ হলো, যেমনটি বিশেষকরে প্রথম মাতৃত্বেও অনেক মা মারা যায় ইত্যাদি। কখনো এমনও হয় যে, সন্তান বড় হয়ে বেনামাযী হয়ে যায়, পিতামাতাকে কষ্ট দেয়, অসৎ সাহচর্যের কারণে নেশায় অভ্যস্ত হয়ে যায় কিংবা চোর, ডাকাত হয়ে সমাজে উদ্বেগের সৃষ্টি করে অথবা বদ-আকীদার লোকদের সাহচর্যের কারণে বদমাযহাব হয়ে যায়, এমনকি কখনো কখনো مَعَاذَ الله রাসূল বিদ্ধেষী হয়ে বা স্পষ্ট কুফরী বাক্য বলে কিংবা ইসলাম বিরোধী হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। যাইহোক কারো দুনিয়ায় "আসা" আখিরাতের অনেক অনেক এবং অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ায়। এ প্রসঙ্গে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কুফরিয়া কলেমাত কে বারে মেঁ সাওয়াল জাওয়াব" এর ৫-৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি খুবই শিক্ষণীয়, তা সামান্য পরিবর্তন

www.dawateislami.net

সহকারে আরয করছি: হাদীসে মোবারকে উম্মতের আধিক্যের উৎসাহ দেয়া হয়েছে আর আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন এই উম্মতের আধিক্যের কারণে খুশি হবেন এবং অন্যান্য উম্মতদের উপর গর্ব করবেন, অতএব সন্তান লাভের প্রত্যাশায় দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল অর্জনের জন্য ভালো ভালো নিয়্যত করা উচিৎ। আজ পৃথিবীতে যেই নিঃসন্তানরা মন জ্বালান এবং সন্তান লাভের জন্য বিভিন্ন চেষ্টা-তদবির করেন, তারা ভালোভাবে ভেবে নিন যে, যদি এর মূল উদ্দেশ্য সন্তান ঘরের সৌন্দর্য ও দুনিয়ার প্রশান্তি হয়, সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের উপকারের কোন ভালো নিয়্যত নেই, তবে এমন নিঃসন্তান লোক অজ্ঞতা বশতঃ যেনো "কারো" পৃথিবীতে জন্ম নেয়া এবং পরবর্তিতে অনেক বড় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ারই ইচ্ছা পোষন করছে! আমার এই কথাটি হয়তো ঐ ব্যক্তিই বুঝবেন, যে স্বয়ং "মন্দ মৃত্যুর ভয়ে" ভীত। খোদাভীতি সম্পন্ন এক বুযুর্গ হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর সারমর্ম হলো: আমার অনেক বড় বড় নেককার বান্দার প্রতিও ঈর্ষা হয়না, যাঁরা কিয়ামতের ভয়াবহতা পর্যবেক্ষণ করবে, আমার শুধু তার প্রতি ঈর্ষা হয় যে "কিছুই" নয়। (অর্থাৎ জন্মই নেয়নি) **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৯৩, নম্বর ১৪৭০)** আমীরুল মু'মিনীন হযরত ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ভয়ের আধিক্যের সময় বলেন: আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো! **(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআ'দ, ৩/২৭৪)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

কাশ! কেহ মে দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হোতা
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গেয়া হুতা
আহ! কসরতে ইসইয়াঁ হায় খওফে দোযখ কা
কাশ! ইস জাহাঁ মে না বশর বানা হুতা
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খওফ খায়ে জাতা হে
কাশ! মেরী মা নে হি মুঝ কো না জানা হুতা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

একজন আলিম পিতার শিক্ষণীয় পরিণতি

পিতামাতার কাছে সন্তান যেনো কখনো কখনো নেয়ামত হিসাবেও সাব্যস্ত হয়, কখনো বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার প্রতি পিতামাতার মনোযোগ না দেয়ার কারণে অনেক বড় অভিশাপ হয়েও যায়, এই বিষয়টি হিলয়াতুল আউলিয়ায় উল্লেখিত এই ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন। যেমনটি; হযরত মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে: বনী ইসরাঈলে এক আলিম সাহেব ঘরে ইজতিমা করে তাতে বয়ান করতেন, একদিন তাঁর যুবক সন্তান এক সুন্দরী মেয়ের দিকে চোখে ইশারা করলো, যা সেই আলিম সাহেব দেখে বললেন: "হে বৎস ধৈর্যধারন করো।" এই কথা বলতেই আলিম সাহেব তাঁর মঞ্চ থেকে অধঃমুখে নিচে পড়ে গেলেন, এমনকি তাঁর হাঁড়ের বিভিন্ন জোরা ভেঙ্গে গেলো, তাঁর স্ত্রীর গর্ভপাত হয়ে গেলো আর তাঁর সন্তান যুদ্ধে মারা গেলো। আল্লাহ পাক ঐ যুগের নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: অমুক আলিমকে জানাও যে, আমি তার বংশ থেকে কখনো সিদ্দীক জন্ম দিবো না, আমার জন্য কি শুধু এতটুকুই অসন্তুষ্ট হওয়ার ছিলো যে, "হে বৎস ধৈর্যধারন করো।" **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৪২২, নম্বর ২৮২৩)** উদ্দেশ্য হলো, নিজের ছেলের প্রতি কঠোরতা কেনো

www.dawateislami.net

করলোনা আর তাকে এই অপকর্ম থেকে ভালোভাবে বিরত কেনো করলো না? এই বর্ণনায় "সিদ্দীক" এর উল্লেখ রয়েছে, আউলিয়ায়ে কিরামের সর্বোচ্চ পদকে সিদ্দীক বলা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সিদ্দীক ছিলেন।

পেন্সিল চুরি থেকে ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানের এমন প্রশিক্ষণ করা উচিৎ যেন, সে শিশুকাল থেকেই ভালোকে পছন্দ করে এবং মন্দের প্রতি বিরক্ত থাকে, যদি এমন করা না হয় তবে হতে পারে সন্তান বিপথগামী হয়ে যাবে এবং বড় হয়ে কিছু একটা করে বসে। যেমন কথিত আছে, এক দুর্ধর্ষ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হলো, মামলা হলো, তাতে ডাকাতি ও খুন খারাবীর বিভিন্ন অপরাধ প্রমাণ হলো, যার কারণে তাকে ফাঁসির শাস্তি শুনানো হলো। যখন ফাঁসির সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তাকে তার সর্বশেষ ইচ্ছার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলো, সে তার মায়ের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করলো, অতএব তার মাকে ডাকা হলো, যখনই সে তার মাকে দেখলো, হঠাৎ তার উপর আক্রমন করলো ও মারামারি শুরু করে দিলো, কর্তব্যরত আমলারা কোনভাবে আহত মাকে নিষ্ঠুর ছেলের কবল থেকে ছাড়িয়ে নিলো। যখন সেই ডাকাতকে এমন অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন সে বললো: আমাকে ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত এই মা'ই পাঠিয়েছে, মূল কাহিনী হলো; আমি শৈশবে অবুঝ অবস্থায় স্কুলের এক শিক্ষার্থীর পেন্সিল চুরি করে বাড়ি এনে আমার মাকে দেখাই, তার উচিৎ তো ছিলো যে, আমাকে এই মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা করা শিখানো, কিন্তু তিনি শুধু মুচকি হেসে চুপ হয়ে রইলেন, তখন আমার বুদ্ধিই বা আর কি ছিলো!

www.dawateislami.net

আমি মনে করলাম যে, আমি হয়তো অনেক ভালো কাজ করে ফেলেছি! অতএব আমি উৎসাহিত হলাম এবং আমি আরো পেন্সিল ও খাতা চুরি করতে লাগলাম, যখন বড় হলাম তখন চুরির অভ্যাস আরো পাকা পোক্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং সাহস আরো বেড়ে গেলো, সুতরাং আমি ডাকাতি করা শুরু করলাম, সেই লুটতরাজের সময় কয়েকটি খুনও করে বসলাম আর খুবই "ভয়ঙ্কর ডাকাত" হয়ে গেলাম, অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে আজ আমার এই অযোগ্য মায়ের ভুল শিক্ষার ফলে কিছুক্ষণ পরই আমার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিধান করবো।

আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি কিছুই নয়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শৈশবের ভুল শিক্ষা কিরূপ পরিণতি নিয়ে এলো! হয়তো কেউ মনে করতে পারে যে, আমরা আমাদের সন্তানকে চোর বানাই নাকি! ঠিক আছে, সকল পিতামাতা "প্রচলিত চুরি" অর্থাৎ রীতিমতো অন্যের সম্পদ চুরি করার শিক্ষা দেয় না, কিন্তু শুধু চুরিকেই তো মন্দ বলেনা, আরো তো অসংখ্য মন্দ কাজ রয়েছে, যা অনেক পিতামাতা আজকাল তাদের সন্তানকে শিখাচ্ছে, যেমন; মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে, ওজনে কম দিয়ে পণ্য বিক্রি করা ইত্যাদি। সূদী লেনদেন, নষ্ট পণ্যকে ভালো বলে বিক্রি করার কৌশল শিখানো বা পুত্র সন্তানকে দাঁড়ি রাখতে ও কন্যা সন্তানকে শরয়ী পর্দা করতে বাধা দেয়া কি গুনাহ নয়? এরূপ যারা করে তাদের কি সমাজের "ভদ্র চোর ও অভিজাত ডাকাত" বলা যাবে না? এই দুনিয়ায় সম্মানিত বলে মনে হওয়ারা কি আখিরাতেও সম্মান পাওয়ার আশায় বুক বেধে আছে! আল্লাহর শপথ! ঐ ডাকাতের হওয়া ফাঁসির দুনিয়াবী কষ্ট এবং ঐ

www.dawateislami.net

মায়ের পাওয়া মুহূর্ত পরিমাণ কষ্টের তুলনায় সন্তানকে গুনাহের শিক্ষা প্রদানকারীদের হওয়া আযাবের কোটি ভাগের এক ভাগ, কোটি কোটি গুণের চেয়েও বেশি ও কঠিন এবং কঠোরতম হবে। اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ۔

আব্বাকে পোঁড়ানোর জন্য কাঠ নিয়ে আসি

আমাদের বর্তমান সমাজের একটি আশ্চর্যজনক হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনুন ও আফসোস করুন যে, পিতামাতার পক্ষ থেকে সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ না পাওয়া অবস্থায় সন্তান কি ধরনের অভাবনীয় কর্মকান্ড করে থাকে! যেমনিভাবে হায়দ্রাবাদ শহরের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: ২০০১ সালে আমাদের এলাকায় অনেক বড় এক শিল্পপতির মৃত্যু হলো। মানুষ তার সুরম্য বাংলোয় জড়ো ছিলো, এমনসময় তার ১৯ বছরের ছেলে, যেকিনা একটি মডার্ন স্কুলে পড়তো, সে কোথাও যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে বের হলো, কেউ তড়িঘড়ি করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে লাগলো: "আমার আব্বা আমাকে খুবই ভালবাসতো, তাই আমি ভাবলাম যে, শেষ সময়ে নিজের হাতে তার কিছু সেবা করবো, তাই তার মৃতদেহ পোঁড়ানোর জন্য আমি নিজেই কাঠ নিয়ে আসবো।" এ কথা শুনে লোকজন হতবাক হয়ে গেলো যে, তার পিতা তো মুসলমান ছিলো, তবে তাকে পোঁড়ানোর জন্য কাঠ কেনো আনতে যাচ্ছে! ভাবনার এক পর্যায়ে বুঝতে পারলো যে, এই হতভাগা অমুসলিমদের সিনেমায় লাশ পোঁড়ানোর দৃশ্য দেখেছে হয়তো, তাই তার মনে এই বিষয়টি গেঁথে গেছে যে, কেউ মারা গেলে তাকে পোঁড়াতে হয়, এই সিনেমা প্রেমিক জানেই না যে, মুসলমানকে পোঁড়ানো হয় না, দাফন করা হয়। যাইহোক তার মরহুম পিতাকে দাফন করা হলো। যখন সিনেমার এই

www.dawateislami.net

ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাবের এই ঘটনা সেই এলাকার লোকেরা জানলো তখন তারা অনেক বড় শিক্ষা পেলো, অনেক যুবক উদ্বুদ্ধ হয়ে "ক্যাবল লাইন" কেটে দিলো। কিছুদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় চললো, কিন্তু ধীরে ধীরে নফস ও শয়তান আবার সবল হলো এবং ক্যাবল লাইন পুনরায় লাগিয়ে নিলো!

সরওয়ারে দ্বীঁ! লি'জে আপনে না'তোয়ানোঁ কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা কব তাক দাবাতে জায়েঙ্গে

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই পংক্তির অর্থ হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা দূর্বল গোলামদের গুনাহ থেকে নিরাপত্তা দান করুন, হে আক্বা! আমরা গুনাহের রোগ থেকে কখন মুক্তি পাবো! এই নফস ও শয়তান কতদিন পর্যন্ত গুনাহে ফাঁসিয়ে রাখবে! (নফস ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার একটি উত্তম পদ্ধতি হলো: কোন কামেল পীরের মুরীদ হয়ে যাওয়া, কেননা যখন তার শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের উপর নফস ও শয়তানের আক্রমণ চলবে না তখন তাঁর বরকতে তাঁর মুরীদদেরও নিরাপত্তার মাধ্যম হয়ে যাবে। এক সারায়িকি শায়ের খুবই সুন্দরই বলেছেন)

পীর দেয় হাত ভীচ হাত কুঁ ডে কর
নফস দি বা নাহা মারুড তাঁ তুঁ হিক থেহভী

(অর্থাৎ নিজের হাত কোন কামিল পীরের হাতে দিয়ে নফসের হাত ভেঙ্গে দাও, যাতে তোমার ফানাইয়্যতের মর্যাদা অর্জিত হয়)

www.dawateislami.net

ইসালে সাওয়াবের অপেক্ষা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই অদ্ভুদ ঘটনায় শিক্ষাই শিক্ষা বিদ্যমান। যদিওবা আপনি আজ জীবিত আছেন কিন্তু কাল অবশ্যই মরতে হবে, যদি আপনি আপনার সন্তানকে শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষা দেন, সম্পদ উপার্জন শিখান, শুধু গান-বাজনা শুনান, একের পর এক সিনেমা দেখান, দ্বীনি শিক্ষা না দেন বা না শিখান, মসজিদের পথ না দেখান, তার অন্তরে রাসূলের ভালবাসার প্রদীপ না জ্বালান, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার নিদর্শন প্রিয় মোবারক দাড়ি তার মুখে সাজাতে না দেন বরং ঠিকই ফ্যাশনের জ্ঞান দেন, তবে মনে রাখবেন! না সে আপনার জানাযা পড়তে পারবে আর না সে আপনার জন্য ইসালে সাওয়াব করতে পারবে! অথচ মৃত্যুর পর ইসালে সাওয়াবের আপনারই অনেক বেশি প্রয়োজন হবে। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃতব্যক্তির অবস্থা কবরে ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হবে, সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকবে যে, তার পিতা বা মা অথবা ভাই কিংবা বোন বা কোন বন্ধু-বান্ধবের দোয়া যেনো তার নিকট পৌঁছে আর যখন কারো দোয়া তার নিকট পৌঁছে তখন তার নিকট তা দুনিয়া ও এতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক কবরবাসীকে তাদের জীবিত আত্মীয়ের পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ দেয়া সাওয়াব পাহাড়ের সমান করে দান করে থাকেন, জীবিতদের উপহার হলো মৃতদের জন্য "মাগফিরাতের দোয়া" করা।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২০৩, হাদীস: ৭৯০৫)

হার ভালে কি ভালায়ী কা সদকা ইস বুরে কো ভী কর ভালা ইয়া রব!

(যওকে নাত, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net